ইত্তেফাক

Pub. opinion

তারিখ: 8 OCT 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

159

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুল রেজিস্ট্রেশন

১৯৯০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মসূচী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে একটি মহতী পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশ গত ১৯/৮/৮৬ ইং তারিখে ৯২৬৭/৪৬০, পি,ই, (উন্নয়ন) নং স্মারকে প্রত্যেক উপজেলা হইতে ২টি করিয়া সমগ্র দেশে মোট এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। অন্যান্য পূর্ব শর্তের মধ্যে বিদ্যালয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক কর্তৃক রেজিষ্টারীকৃতসহ অন্যান্য আরও ৭/৮টি শর্ত আরোপিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কর্তৃক রেজিষ্টারীকরণ প্রসঙ্গে সরকারের সদয় বিবেচনার জন্য কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করিতে চাই।

প্রকৃতপক্ষে ৩ বৎসর যাবৎ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ রহিয়াছে। এমনকি রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের সুনির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি চিহ্নিত করা হয় নাই। অতীতে বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করার প্রথা চালু ছিল। উপজেলা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত হয়। কিন্তু দুই মাসের মধ্যেই তাহা আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

বর্তমানে দেশে ৮ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। উল্লেখিত স্মারকে নির্ধারিত নীতি অনুসারে প্রতি বৎসর ১ হাজার করিয়া বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হইলে ১৯৯০ সালের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার বিদ্যালয় সরকারীকরণ হইতে পারে। অর্থাৎ ৩ হাজার বেসরকারী বিদ্যালয় এই কার্যক্রম হইতে বাদ পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

এমতাবস্থায় সরকারের বিঘোষিত ১৯৯০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সত্যিকারার্থে বাস্তবায়িত করিতে হইলে সংগত কারণেই উল্লেখিত স্মারকের নীতিমালায় কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন। যেমন রেজিষ্ট্রেশনের শর্তটি বাদ দেওয়া যাইতে পারে; কারণ বাস্তবে এমন অনেক অরেজিষ্টারী বিদ্যালয় আছে যেখানে রেজিষ্টারীকৃত বিদ্যালয় অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী, পড়াশুনাও উন্নত। ইহাছাড়াও কথা থাকিয়া যায়। সরকার ইচ্ছা করিলে ধাপে ধাপে জাতীয়করণ না করিয়া এক সঙ্গে সমস্ত বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করিতে পারেন কিংবা সমতার ভিত্তিতে সমস্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে অব্যাহত রাখিয়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিতে পারেন।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সদাশয় সরকারের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—সৈয়দ গাজীউর রহমান, চেয়ারম্যান, নূরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।